



মরিয়মের পরিবারের সঙ্গে আপস হলেও জামিন মেলেনি গাজী নজরুলের



এমপি গাজী নজরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়ম খাতুনের মৃত্যুর ঘটনায় করা আত্মহত্যার প্ররোচনা মামলায় সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। মরিয়মের পরিবারের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে এবং বাদীপক্ষ জামিনে আপত্তি করছে না—আসামিপক্ষের এমন বক্তব্যের পরও বুধবার (৭ অক্টোবর) শুনানি শেষে তার জামিন আবেদন নাকচ করা হয়।

ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলামের আদালতে নজরুলের পক্ষে জামিন আবেদন করেন আইনজীবী মাহাবুবুর রহমান। শুনানিতে তিনি বলেন, মামলার বাদী ও মরিয়মের বাবা এস এম মাসুম বিল্লাহর সঙ্গে আসামিপক্ষের সমঝোতা হয়েছে। বাদীপক্ষও জামিনে আপত্তি করছে না। তবে আদালত শেষ পর্যন্ত আবেদনটি নামঞ্জুর করেন।

এর আগে ৩০ সেপ্টেম্বর একই মামলায় নজরুল ও তার প্রথম স্ত্রী মাকছুদা ইসলামের জামিন চাওয়া হয়। ওই দিন আদালত মাকছুদাকে জামিন দিলেও নজরুলের আবেদন নাকচ করেন। বুধবারের আদেশের ফলে আপাতত কারাগারেই থাকতে হচ্ছে তাকে।

মামলার নথি অনুযায়ী, ২০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সংসদ ভবনের বিপরীতে ন্যায় ভবনের একটি ফ্ল্যাট থেকে মরিয়ম খাতুনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে তার বাবা এস এম মাসুম বিল্লাহ শেরেবাংলা নগর থানায় আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগে মামলা করেন। এতে গাজী নজরুল, তার প্রথম স্ত্রী মাকছুদা ইসলাম ও মরিয়মের মামা ওবায়দুর রহমানকে আসামি করা হয়।

মামলার পরদিন নজরুলের চার দিনের এবং মাকছুদার এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। পরে তদন্তের দায়িত্ব গোয়েন্দা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। নজরুলের আরও এক দফা রিমান্ড মঞ্জুর হয়। দুই দফায় মোট আট দিনের রিমান্ড শেষে ২৮ সেপ্টেম্বর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয়।

এদিকে মামলার অপর আসামি ওবায়দুর রহমানকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ৫ অক্টোবর তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। তার জামিন আবেদনের শুনানিও আদালতে হওয়ার কথা রয়েছে। মামলাটি বর্তমানে গোয়েন্দা পুলিশ তদন্ত করছে।